অগ্নি বিমা
Fire Insurance

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

সভ্যতার শুরু থেকেই আগুন মানুষের নিত্য সঙ্গী। আগুনের ব্যবহার সভ্যতার বিকাশে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনিভাবে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির আর্থিক লোকসান পুষিয়ে নিতে অগ্নি বিমার জুড়ি নেই। নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম জমা নিয়ে বিমা কোম্পানিগুলো অগ্নি বিমা পলিসি ইস্যু করে। ভবন ও ভবনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও দ্রব্যাদি এবং ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্যের জন্য অগ্নি বিমা করা যায়। আবার সবগুলো বিষয়কে এক সাথে বিমার আওতায় আনা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে অগ্নি বিমার প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। এ ইউনিটে অগ্নি বিমার শ্রেণি বিভাগ, অগ্নি বিমার অপরিহার্য উপাদান, অগ্নিজনিত ক্ষতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাহলে আসুন, অগ্নি বিমার নানা বিষয় জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : অগ্নি বিমার ধারণা, তাৎপর্য ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১৩.২ : অগ্নি বিমার অপরিহার্য উপাদান
পাঠ-১৩.৩ : অগ্নিজনিত ক্ষতি
পাঠ-১৩.৪ : অগ্নি বিমার ক্ষতিপূরণ দাবি ও মীমাংসা পদ্ধতি

মুখ্য শব্দমালা	অপরিহার্য উপাদান, অগ্নিজনিত ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ দাবি ও মীমাংসা পদ্ধতি

পাঠ-১৩.১ অগ্নি বিমার ধারণা, তাৎপর্য ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নি বিমার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অগ্নি বিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অগ্নি বিমার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

অগ্নি বিমার ধারণা

নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, আগুনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই অগ্নি বিমার উদ্ভব হয়েছে। সারাবিশ্বে এটি বহুল ব্যবহৃত বিমা। অগ্নি বিমা সম্পত্তি বিমার একটি ধরন মাত্র। এটি একটি চুক্তি। যে চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য বিমাগ্রহীতাকে বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তাকে অগ্নি বিমা বলে।

R.S. Sharma-র মতে, "অগ্নি বিমা চুক্তি একটি চুক্তি যার মাধ্যমে প্রতিদানের বিনিময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের বর্ণিত বিষয়বস্তু অগ্নি দ্বারা অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অন্য কোন বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত হলে চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করার অঙ্গীকার করে।" M. N. Mishra–এর মতে, "অগ্নিকান্ডের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে অগ্নি বিমা বলে।" পরিশেষে বলা যায়, আগুনের ক্ষতি থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যে বিমা করা হয়, তাকে অগ্নি বিমা বলে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, অগ্নি বিমার কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অগ্নি বিমার বৈশিষ্ট্যসমূহ

অগ্নি বিমার সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা করলে অগ্নি বিমার নিচের বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলি দেখতে পাওয়া যাবেঃ

১. অগ্নি বিমা একটি চুক্তি যেখানে দুটি পক্ষ থাকেঃ বিমাগ্রহীতা ও বিমা কোম্পানি।

২. এটি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

৩. চুক্তির বিষয়বস্তু হবে সম্পত্তি ও মানুষ, কিন্তু শস্য বা গবাদি পশু এর বিষয়বস্তু নয়।

৪. ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হতে হবে।

৫. বিমার সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ প্রদত্ত প্রিমিয়াম হলো প্রতিদান।

৬. ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির সমান বা চুক্তিতে বর্ণিত নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হবে।

৭. বিমার বিষয়বস্তু অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে। এখানে অগ্নির সংজ্ঞা ভিন্ন। অগ্নি বিমার ক্ষেত্রে অগ্নি হলো সাধারণভাবে তাই যা দিয়ে কোন কিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু যা থেকে কেবলমাত্র আলো বা উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা আগুন নয়। বজ্রপাত বা বিদ্যুৎ উত্তাপ বা আলো সৃষ্টি করলেও তা অগ্নি বিমার ক্ষেত্রে আগুন বলে চিবেচিত হবে না। তাই বজ্রপাতের ফলে কোন জিনিস পুড়ে গেলে তা অগ্নি বিমার আওতাভুক্ত হবে না।

অগ্নি বিমার গুরুত্ব

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য বিমার মত অগ্নি বিমার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাহলে আসুন, এগুলো জেনে নিই।

১. **মূলধন গঠন ও বিনিয়োগঃ** বিমা কোম্পানিগুলো অগ্নি বিমার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসেবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে যা দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করে এবং উক্ত সংগৃহীত অর্থ লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্পে

বিনিয়োগ করে। যার ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অর্থনীতিতে একটি চাঙ্গাভাব বজায় থাকে এবং দেশের প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখে।

২. **শিল্প ক্ষেত্রে অবদানঃ** অগ্নি ও বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা ব্যবসায়ের গতিধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে অগ্নি বিমা তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। ফলে ব্যবসায়ের গতি স্বাভাবিক থাকে।

৩. **সামাজিক কল্যাণসাধনঃ** অগ্নি বিমা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ঝুঁকি বহন করে। অগ্নিজনিত ক্ষতি হলে বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি লাঘব করে দেয়। এভাবে কাউকে চরম অর্থনৈতিক দূর্দশা থেকে রক্ষা করে। এ ধরনের কার্য প্রকারান্তরে সমাজেরই কল্যাণ সাধন করে। এ ধরনের সামাজিক কল্যাণ আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** বিমা ব্যবসায় লাভজনক হওয়ায় অগ্নি বিমা প্রতিষ্ঠান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্নি বিমা অবদান রাখছে।

৫. **সচেতনতা বৃদ্ধিঃ** অগ্নি বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্নি বিমা গ্রহণ করার সময় অগ্নির ঝুঁকি কমানোর নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দান করে থাকে। মাঝে মাঝে অগ্নি বিমাকারীর প্রতিনিধিরা অগ্নি বিমাকৃত সম্পদ পরিদর্শন করে। ফলে মানুষের মধ্যে অগ্নিজনিত ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নি ঝুঁকিও কমে যায়।

৬. **অন্যান্য বিমার পরিপূরকঃ** অগ্নি বিমায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুমুখী। যান ও মাল উভয়েরই ব্যাপক ক্ষতি হয়। অগ্নি বিমা ব্যবস্থা অন্যান্য বিমার পরিপূরক হয়ে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। কারণ কোন বিমা ব্যবস্থাই এককভাবে সার্বিক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, অগ্নি বিমা যেমন দেশের সম্পদ রক্ষা করে, তেমনিভাবে মূলধন গঠন করে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, ব্যবসা বাণিজ্যের চাকাকে সচল ও শক্তিশালী করে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জানা হলো অগ্নি বিমার ভুমিকা। এবার আসুন এর ধরনগুলো জেনে নিই।

অগ্নি বিমার প্রকারভেদ ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে নতুন নতুন অগ্নি বিমার উদ্ভব ঘটছে। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. **মূল্যায়িত বিমাপত্রঃ** এ ধরনের বিমাপত্রের বেলায় বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করা থাকে এবং বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে উক্ত মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। পূর্ব থেকেই মূল্য নির্ধারিত থাকে বিধায় বিমার দাবীর সময় সম্পদের মূল্যের প্রমাণপত্র হাজির করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ মূল্যবান জিনিসপত্র, স্বর্ণালংকার ও শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বিমায় একজন বিমাকারী পূর্ব থেকেই ক্ষতির পরিমাণ বা দাবীর পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত থাকে। এ ধরনের বিমায় প্রিমিয়ামের হার সাধারণত বেশি থাকে।

২. **অমূল্যায়িত বিমাপত্রঃ** অমূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্যের উপর বিমার দাবীর পরিমাণ নির্ভর করে। তাই বিমা গ্রহণ করার সময় Valuer দিয়ে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। এতে পরে মূল্য নির্ধারণ করা হয় বিধায় ক্ষতিপূরণের নীতি পুরাপুরি ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৩. **গড়পড়তা বিমাপত্রঃ** কেউ সম্পদের বাজার মূল্য থেকে কম বা বেশি মূল্যে বিমা করলে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বিমাকৃত মূল্য ও বাজার মূল্যের অনুপাত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়।

গড়পড়তা বিমাপত্রের দাবী নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

$$\text{আনুপাতিক অংশ} = \frac{\text{বীমা বা বীমা পত্রের মূল্য}}{\text{দূর্ঘটনাকালীন বিষয় বস্তুর মূল্য}} \quad \text{এবং}$$

$$\text{বিমা দাবী} = \frac{\text{বীমা পত্রের মূল্য বা বীমাকৃত মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালীন বিষয় বস্তুর প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

উদাহরণ ঃ ধরুন, ৪,৫০০ টাকা মূল্যের একটি বাড়ি গড়পড়তা বিমার অধীনে ৩,০০০ টাকায় বিমা করা হলো। ঘরটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ক্ষতির পরিমাণ হলো ১,৬০০ টাকা। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর নিকট থেকে কত টাকা পাবে?

$$\text{বিমা দাবী} = \frac{৩,০০০}{৪,৫০০} \times ১,৮০০ = ১,২০০ \text{ টাকা।}$$

সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্য যদি বাজার দরের সমান বা কম হয় তবে গড়পড়তা নীতি কার্যকর হয় না।

৪. **সুনির্দিষ্ট বিমা পত্রঃ** এ ধরনের বিমাপত্রে বিমাকৃত সম্পত্তি ও সম্পদের মূল্য সুনির্দিষ্ট থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, বিমাকারী বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। সম্পত্তির মূল্যায়নের সমস্যা থাকে না, দু' পক্ষই আগে থেকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জানতে পারে। সামগ্রিক ক্ষতি ব্যতীত কমতি বিমার জন্য এ ধরনের বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ কম পাবার ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না।

৫. **ভাসমান বিমাপত্রঃ** একই মালিক বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তির জন্য একটি মাত্র বিমাপত্র গ্রহণ করলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলা হয়। এক্ষেত্রে বিমাকারী বিভিন্ন স্থানের সম্পদের আলাদা আলাদা সালামী হিসাব করে একটি মোট সালামীর গড় নির্ণয় করে সাকুল্য সালামী ধার্য করে থাকে। মজুত পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিমা কার্যকর। বিক্ষিপ্ত পণ্য বিমা করে বিমাগ্রহীতা সুবিধা লাভ করে থাকে। গড় প্রিমিয়াম বের করা বেশ জটিল। এখানে কোন কোন বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত যুক্ত করতে হয়।

৬. **বাড়তি বিমাপত্রঃ** মজুত পণ্যে (Inventory)-এর উপর এ ধরনের বিমা করা হয়। যে সকল কারবারীর মজুত পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থেকে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তাদের জন্য বাড়তি বিমাপত্র বেশ উপযোগী। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার যে পরিমাণ মজুত পণ্য তার কাছে সর্বদা থাকে, তার জন্য একটি বিমাপত্র এবং এর অতিরিক্ত যে পরিমাণ মজুদ হয়, তার জন্য অন্য আরেকটি বিমা পত্র গ্রহণ করে থাকে।

৭. **ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্রঃ** এ বিমাটিও মজুত পণ্যের উপর করা হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার সর্বোচ্চ পরিমাণ মজুত মালের মূল্য ধরে বিমা করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে সাধারণত ৭৫% প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণতঃ মাসে মাসে মজুত পরিমাণ পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে হয় এবং বৎসর শেষে মোট মজুতের গড় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। যদি প্রিমিয়াম পূর্বের প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে কম হয়, তবে তত পরিমাণ ফেরত দেয়। আর প্রিমিয়াম বেশি হলে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বিমাকারীকে দিতে হয়। সাধারণতঃ বড় বড় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ যাদের প্রচুর পরিমাণে মজুত মাল থাকে ও তা পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, তারা এ ধরনের বিমা গ্রহণ করে লাভবান হয়ে থাকে।

৮. **সমন্বয়যোগ্য বিমাপত্রঃ** এ ধরনের বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা প্রথমে মজুত পণ্যের মূল্যের সমান একটা সাধারণ বিমা গ্রহণ করে এবং পরে মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে তা বিমার আওতায় আনা হয়। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত মূল্য বিমাপত্র গ্রহণের সময়কালে প্রকৃত মজুত পণ্যের মূল্যের সমান হবে। এ মূল্যে অস্থায়ী প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় এবং তা বিমাপত্র গ্রহণ করলেই পরিশোধ করা হয়। মজুতপণ্যের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে তা ঘোষণা দ্বারা জানাতে হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী বিমাকারী বিমার কিস্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকে। যতবার মজুত পণ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ততবারই বিমার কিস্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় এবং বিমা চুক্তির মেয়াদ শেষে প্রিমিয়াম চূড়ান্ত করা হয়।

৯. **পুনঃস্থাপন বিমাপত্রঃ** এ ধরনের বিমাপত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি বিনষ্ট হলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় প্রতিস্থাপন করার জন্য বিমাকারী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

১০. আনুষঙ্গিক ক্ষতি বিমাপত্রঃ অগ্নি বিমার সাথে অন্য একটি বিমাসহ বিমাপত্র গ্রহণ করা হরে হা আনুসঙ্গিক ক্ষতি বিমাপত্র হিসেবে পরিচিত। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি ছাড়াও উক্ত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ব্যবসা বন্ধ হয়ে থাকার জন্য যে মুনাফা কমে যায়, সে পরিমাণ মুনাফা হানির জন্য যে বিমা করা হয়, তাকে আনুসঙ্গিক ক্ষতি বিমাপত্র বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য ৪ ধরনের অগ্নি বিমা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

অগ্নি বিমার তাৎপর্য হলোঃ শিল্পের চাকাকে সচল রাখে, আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করে, সামাজিক কল্যাণ সাধন করে, সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য বিমার জন্য পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য অগ্নি বিমাপত্র গুলো হলো- মূল্যায়িত বিমাপত্র, অমূল্যায়িত বিমাপত্র, গড়পড়তা বিমাপত্র, সুনির্দিষ্ট বিমাপত্র, ভাসমান বিমাপত্র, বাড়তি বিমাপত্র, ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র, সমন্বয়যোগ্য বিমাপত্র, সার্বিক বিমাপত্র, মুনাফা হানিকর বিমা পত্র ও বাট্টাকৃত বিমাপত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. অগ্নি সংশ্লিষ্ট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার বিমা কোন্‌টি?
   ক. অগ্নি বিমা খ. নৌ বিমা
   গ. মূল্যায়িত বিমা ঘ. জীবন বিমা

২. অগ্নি বিমায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির-
   ক. অধিক খ. সমপরিমাণ
   গ. অল্প ঘ. দাবিকৃত মূল্য

৩. বিমার বিষয়বস্তুতে বিমা গ্রহীতার যে স্বার্থ তাকে কি বলে?
   ক. অগ্নি বিমা স্বার্থ খ. প্রত্যক্ষ স্বার্থ
   গ. বিমাযোগ্য স্বার্থ ঘ. লিখিত বা মূল্যায়িত স্বার্থ

৪. চুক্তি সম্পাদনকালেই বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করলে তাকে কি বলে?
   ক. অমূল্যায়িত অগ্নি বিমা খ. মূল্যায়িত অগ্নি বিমা
   গ. ভাষমান বিমা ঘ. গড় বিমা

৫. ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসৃত হয় না কোন বিমায়?
   ক. গড় বিমা খ. মূল্যায়িত
   গ. সার্বিক ঘ. ভাষমান

৬. আমাদের দেশে অগ্নি বিমা প্রচলিত-
   i. কলকারখানায়
   ii. গার্মেন্টসে
   iii. পরিবহন ব্যবসায়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. অগ্নি বিমার বিষয়বস্তু হল-

i. স্থাবর, অবস্থার সম্পত্তি

ii. মানুষের জীবন

iii. সম্পত্তির আনুষঙ্গিক খরচ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. অগ্নি বিমায় নির্দিষ্ট বলতে বুঝায়-

i. নির্দিষ্ট সম্পত্তি ও সময়

ii. নির্দিষ্ট ঝুঁকি

iii. বিমাকৃত নির্দিষ্ট অংক

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১৩.২ অগ্নি বিমার অপরিহার্য উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নি বিমার অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

অগ্নি বিমার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of Fire Insurance)

অগ্নি বিমা এক ধরনের ক্ষতিপূরণের চুক্তি। অগ্নি বিমা চুক্তির অনেকগুলো অপরিহার্য উপাদান আছে যা না থাকলে এটিকে অগ্নি বিমা চুক্তি বলা যাবে না। নিচে অগ্নি বিমার উপাদানগুলোর বিবরণ দেওয়া হলোঃ

পক্ষ ঃ অগ্নি বিমায় ২টি পক্ষ থাকবে- একটি বিমাগ্রহীতা ও অন্যটি বিমাকারী। যিনি তার সম্পদের ঝুঁকি অপরের নিকট হস্তান্তর করেন তিনিই বিমাগ্রহীতা। আর যে প্রতিষ্ঠান সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাকে বিমাকারী বলে।

প্রস্তাব ঃ সাধারণত বিমা কোম্পানির মুদ্রিত ফরম পূরণ করে একজন বিমাগ্রহীতা তার সম্পদ অগ্নি বিমা করার জন্য লিখিতভাবে বিমাকারীকে প্রস্তাব করে।

প্রস্তাব মূল্যায়নঃ লিখিত প্রস্তাব পাওয়ার পর বিমাকারী কোম্পানি তাদের বিশেষজ্ঞ valuer দ্বারা সম্পত্তির মূল্যায়ন করে। ঝুঁকি গ্রহণ করা যায় কি না, করলে কি পরিমাণ প্রিমিয়াম ধার্য করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

স্বীকৃতি প্রস্তাব ঃ প্রস্তাব পত্রটি বিচার বিশ্লেষণের পর বিমাকারী প্রস্তাব গ্রহণ করে বা বর্জন করে। যদি কোন সময় উল্লেখ না থাকে তবে স্বীকৃতির সাথে সাথে তা কার্যকর হয়।

পারস্পরিক দায়-দায়িত্বঃ বিমাকারী সাময়িকভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে থাকলে বিমাপত্র প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ঝুঁকি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে একটি ঋণ স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। বিমাপত্র প্রদানের পূর্বেই যদি বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হয়, তবে বিমা গ্রহীতা উক্ত ঋণ স্বীকৃতি পত্র প্রদর্শন বা দাখিল করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

বিমাপত্র প্রদানঃ বিমা চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শর্ত ও তথ্যাদি উল্লেখ করে বিমাপত্র প্রদান করে থাকে। অগ্নি বিমাপত্র সাধারণত এক বছরের জন্য হয়ে থাকে।

এগুলোকে অগ্নি বিমার সাধারণ উপাদান বলে। এর বাইরে আরও কিছু উপাদান আছে। এগুলোকে বিশেষ উপাদান বলে । নিচে অগ্নি বিমার বিশেষ উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. বিমাযোগ্য স্বার্থঃ বিমার বিষয়বস্তুর উপর বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। অন্যান্য বিমার ন্যায় অগ্নি বিমার ক্ষেত্রেও বিমাযোগ্য স্বার্থ অপরিহার্য। যেমন, বিমার বিষয়বস্তুটি দৃশ্যমান হতে হবে, এটা অবশ্যই বিমার বিষয়বস্তু হতে হবে এবং বিমার বিষয়বস্তুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

নিচে বিমাযোগ্য স্বার্থের বিবরণ দেওয়া হলো :

- সম্পদের মালিকের সম্পদের উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে। তবে কখনও কখনও পূর্ণ মালিক বা মালিক না হয়েও বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে পারে। যেমন, কোন আজীবন ভাড়াটের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত বাড়ির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।
- প্রতিনিধির মালিকের সম্পদের উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
- পাওনাদারের কাছে রক্ষিত দেনাদারের কোন সম্পত্তির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

- বন্ধকী সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
- গচ্ছিত সম্পদের উপর গচ্ছিতগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

২. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস ঃ অগ্নি বিমার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বিশ্বাস একটি অপরিহার্য উপাদান। উভয়পক্ষকেই চুক্তি গঠন থেকে শুরু করে চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত এ বিশ্বাস রক্ষা করে চলতে হবে। যদি কোন পক্ষ কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। উভয় পক্ষই চুক্তির বিষয়বস্তু ও চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সঠিক ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয় না :

- যে তথ্য ঝুঁকি হ্রাস করে,
- যে সকল তথ্য স্বাভাবিকভাবে সকলের জানার কথা,
- যে সকল তথ্য সরবরাহকৃত তথ্য থেকে জানা যায়,
- যে সকল তথ্য সার্বজনীন; ও
- যে সকল তথ্য সম্পর্কে চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৩. ক্ষতিপূরণঃ ক্ষতিপূরণ অগ্নি বিমার অন্যতম উপাদান। বিমাকৃত বিষয়বস্তু আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তবে ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবেঃ

- ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়বস্তুটি বিমাকৃত হতে হবে;
- ক্ষতি অবশ্যই বিমাকৃত কারণ দ্বারা হতে হবে;
- কোন ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না।

৪. স্থলাভিষিক্ততাঃ বিমাগ্রহীতাকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর যদি তৃতীয় পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় বা আদায় হয়ে থাকে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ বিক্রি করে কোন টাকা পাওয়া যায়, তার মালিক বিমাগ্রহীতার স্থলে বিমাকারী হবেন। এই নীতিটি ক্ষতিপূরণ নীতির পরিপূরক।

৫. প্রত্যক্ষ বা নিকটতম কারণঃ বিষয়বস্তু আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে দেবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আগুন লাগার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। একজন বিমাকারী সাধারণ সব কারণগুলোর বিরুদ্ধে বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে আগুনে পোড়ার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে যে কারণটি কাজ করে সেটাই প্রকৃত কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	অগ্নি বিমার ৪টি বিশেষ উপাদান খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

অগ্নি বিমা চুক্তির সাধারণ উপাদানগুলো হলোঃ দুটি পক্ষ, প্রস্তাব প্রদান, প্রস্তাব মূল্যায়ন, প্রস্তাব গ্রহণ, স্বীকৃতি প্রদান, পারস্পরিক দায় দায়িত্ব এবং প্রতিদান। বিশেষ উপাদানগুলো হলোঃ বিমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, ক্ষতিপূরণ, স্থলাভিষিক্ততা, শর্তাবলি, প্রত্যক্ষ বা নিকটমত কারণ প্রভৃতি। এ উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকলে অগ্নি বিমা বাতিল চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অগ্নি বিমায় কোনটি বেশি জরুরী কোন্‌টি?
   ক. ঋণ স্বীকার পত্র
   খ. নোটিশ
   গ. বিমাদারি
   ঘ. চারিত্রিক সনদ

২. নৈতিকতার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কোন্ বিমায়?
   ক. অগ্নি বিমা
   খ. নৌ বিমা
   গ. জীবন বিমা
   ঘ. বিবিধ বিমা

৩. কোন্‌টি অগ্নি বিমার অন্তর্ভুক্ত?
   ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র
   খ. ত্রি সুবিধার বিমাপত্র
   গ. যৌথ বিমা
   ঘ. নাম সম্পন্ন বিমাপত্র

৪. বিমাকারী আইনগত বাধ্য না হলেও বিমা গ্রহীতার ক্ষতিতে কিছু অর্থ দিলে তাকে কি বলে?
   ক. নৈতিক পরিশোধ
   খ. বাট্টা
   গ. সম্পৃতী মূল্য
   ঘ. Cover value

৫. অগ্নি বিমার বিষয়বস্তু হল-
   i. স্থাবর, অবস্থার সম্পত্তি
   ii. মানুষের জীবন
   iii. সম্পত্তির আনুষঙ্গিক খরচ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৬. অগ্নি বিমা চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো-
   i. বিমাযোগ্য স্বার্থ
   ii. প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিপূরণ
   iii. সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৩ অগ্নিজনিত ক্ষতি (Fire Perils)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিজনিত ক্ষতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অগ্নিজনিত ক্ষতির কারণ কত প্রকার হতে পারে তা বলতে পারবেন।
- অগ্নিজনিত ক্ষতির বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অগ্নিজনিত ক্ষতি (Fire Perils)

অগ্নিজনিত ক্ষতির সংজ্ঞা ঃ

অগ্নিকান্ডের ফলে সম্পদ ধ্বংসের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলা হয়। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এটি দু'ধরনের, যথা- প্রত্যক্ষ কারণ ও খ. পরোক্ষ কারণ।

ক) প্রত্যক্ষ কারণসমূহ ঃ

১. অনেক সময় অজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতার অভাবে আগুনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ফলে অতি সহজে অগ্নিজনিত ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে, আর ব্যাপকতাও হয় অধিক পরিমাণে।

২. অবহেলা ও অবজ্ঞাঃ অবহেলা ও অবজ্ঞার জন্য আমাদের অনেক অগ্নি ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। যেমনঃ যেখানে সেখানে দাহ্য জিনিস ফেলে রাখা, বিপদজনক জায়গায় ধূমপান, দরজা-জানালা বন্ধ রাখা, ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৩. ত্রুটিপূর্ণ শক্তি ব্যবস্থাঃ যে সকল কারখানা গ্যাস, কয়লা বা বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে পরিচালিত হয়, সেখানে অগ্নিকান্ড বেশি হয়। আমাদের দেশে পোষাক কারখানায় প্রায়ই বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন ধরে জানমালের ক্ষতি হয়ে থাকে।

৪. বিপদজনক প্রক্রিয়াঃ অনেক কলকারখানা বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। এ ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অগ্নিকান্ডের মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৫. অসতর্কতাঃ অজ্ঞতার চেয়েও অসতর্কতা অগ্নিকান্ডের জন্য আমাদের দেশে বেশি দায়ী। কারণ জেনেশুনে কারখানার যেখানে সেখানে দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখা হয়। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা সতর্কতা বা নিয়ম কানুন মেনে চলি না, যার ফলে অনেক অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হয়।

৬. অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার অভাবঃ আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। ঝুঁকির কথা জানা সত্বেও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়না বিধায় অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় ব্যাপক অগ্নিক্ষতি হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমানে আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোর অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে।

৭. শত্রু কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ঃ অনেক সময় শত্রুতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ বা শিল্প কারখানায় অগ্নি সংযোগ ঘটান হয়। এজন্য অচেনা লোকদের যাতায়াত বন্ধ করার পাশাপাশি বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করতে হয়।

খ) পরোক্ষ কারণসমূহ ঃ অগ্নিকান্ডের পরোক্ষ কারণগুলো প্রত্যক্ষভাবে অগ্নিকান্ড ঘটায় না বটে, তবে অগ্নিক্ষতির ব্যাপকতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিচে অগ্নিক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো ঃ প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো অগ্নি ঝুঁকি বাড়ায় ও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পণ্যের প্রকৃতি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা কারখানা-গৃহ নির্মাণ না করলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

২. পিঠাপিঠি অবস্থান ঃ প্রতিষ্ঠানের দালানগুলো যদি খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয় তবে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে অগ্নিক্ষতি ব্যাপক হয়। তাই দালানগুলো নিরাপদ দূরত্বে নির্মিত হওয়া উচিৎ।

৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ঃ প্রতিষ্ঠান কি কাজে ব্যবহৃত হয় তার উপরও অগ্নিক্ষতির ব্যাপকতা নির্ভর করে। সাধারনতঃ বাড়ি থেকে শিল্প কারখানায় অগ্নিক্ষতি বেশি হয়ে থাকে। পুরানো ঢাকায় এ ধরনের অগ্নিকাণ্ড বেশি হয়।

৪. দাহ্য পদার্থ গুদামজাতকরণ ঃ দাহ্যবস্তু গুদামজাত করা থাকলে যেকোন সময় আগুন লাগতে পারে।

৫. সম্পদের ইচ্ছাকৃত ধ্বংস ঃ অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট সম্পত্তি ধ্বংস করার সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

৬. ভবন ধ্বসে পড়া ঃ অনেক সময় পুরান দালান কোঠা বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজের কারণে হঠাৎ দালান ধ্বসে পড়ে অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে ও তা ব্যাপক আকারে হতে পারে।

এছাড়াও অগ্নি বিস্তার, কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া, তাপ উদ্‌গিরণ ইত্যাদি কারণে অগ্নিজনিত ক্ষতি হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ

সারসংক্ষেপঃ

অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে ক্ষতি তা প্রধানতঃ দুটি কারণে হয়ে থাকে। যথা ক) প্রত্যক্ষ কারণ ও খ) পরোক্ষ কারণ। প্রত্যক্ষ কারণগুলোর মধ্যে কার্যকর পরিকল্পনার অভাব, অবহেলা ও অবজ্ঞা, ত্রুটিপূর্ণ তাপও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বিপদজনক প্রক্রিয়া, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রবিন্যাস, অসতর্কতা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার অভাব, শত্রু কর্তৃক অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো হলোঃ ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, পিঠাপিঠি অবস্থান, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, ফাটল, দাহ্য বস্তু গুদামজাতকরণ, সম্পত্তির ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধন, লুক্কায়িত অবস্থিতি ও দালান কোঠা ধ্বসে পড়া প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গুদামে রক্ষিত পণ্যের গড় অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্যের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে কি বলে?

ক. ঘোষণা বিমা　　খ. মুনাফা বিমা

গ. ছাউনী　　ঘ. অতিরিক্ত বিমা

২ অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমা গ্রহীতার করণীয় হলো-

i. বিমাকারীকে নোটিশ প্রদান

ii. ক্ষতির তদন্তের ব্যবস্থা

iii. ক্ষতির বিবরণীসহ দাবি পেশ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৪ ক্ষতিপূরণ দাবি ও মীমাংসা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষতিপূরণ দাবি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মীমাংসা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ক্ষতিপূরণ দাবি

অনেক সময় বিমাগ্রহীতা জানেন না বিমাকৃত কোম্পানির দাবি পরিশোধের সক্ষমতা বা গ্রাহক সেবার মান কেমন। এসব না জানার কারণে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অধিকাংশ গ্রাহককে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। এবার আসুন ক্ষতিপূরণ দাবী সম্পর্কে জেনে নিই।

কোম্পানিগুলো সাধারণত অগ্নি বিমা দাবিটি সঠিক কিনা তা যাচাই করতে জরিপকারী নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ করতে গ্রাহককে সচেতন থাকতে হয়। কেননা দাবিটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিমা কোম্পানি নানান কৌশল অবলম্বন করে। সঠিকভাবে দাবি উত্থাপন ও তা আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

অগ্নি বিমা থেকে সুবিধা পেতে প্রত্যেক গ্রাহককে অগ্নি বিমা পলিসি করার সময় থেকেই সচেতন থাকা উচিত। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত তা হলো, বিমা চুক্তিতে প্রয়োজনীয় সব বিষয় আছে কিনা তা নিশ্চিত করা। সেগুলো অবশ্যই দেখে-বুঝে নিতে হবে। যেমন, তার কি ধরণের কভারেজ আছে, কি কি বিষয় কভারেজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দাবি উত্থাপনের শর্তগুলো কি, কত দিনের মধ্যে দাবি উত্থাপন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় বুঝে নেয়ার পর তাকে নিশ্চিত হতে হবে, পলিসির প্রিমিয়ামের টাকা সঠিকভাবে কোম্পানিতে জমা হলো কি না। এক্ষেত্রে পলিসি করার জন্য কোনো ব্যক্তির হাতে প্রিমিয়ামের টাকা না দিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা করা উচিত।

বিমা কোম্পানির অ্যাডজাস্টার বা সমন্বয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে রেকর্ড রাখুন। এসব রেকর্ডের পৃথক ফাইল করুন। যখন কোন তথ্য বা নথি অ্যাডজাস্টারের কাছে জমা দেবেন তখন সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিটি নথির অনুলিপি সংগ্রহ করুন।

বিমাচুক্তি চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। তাই চুক্তিভুক্ত দুটি পক্ষের যে কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে চুক্তি বাতিলযোগ্য। বিমাপত্রে যে সকল তথ্য চাওয়া হয় তার মধ্যে বিমাকৃত সম্পত্তি পূর্বে বিমা করা হয়েছে কিনা, বিমা গ্রহীতার কখনও লোকসান হয়েছে কিনা, কোন বিমা কোম্পানি উক্ত সম্পত্তি বিমা করতে বা নবায়ন করতে অস্বীকার করেছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিলে বা মিথ্যা বর্ণনার আশ্রয় নিলে চূড়ান্ত বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এবং বিমা বাতিলযোগ্য হয়। ফলে বিমাকারী বিমা দাবী অস্বীকার করতে পারে।

অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিসাধন হলে যে নিয়মে দাবী উত্থাপন করতে হয় তা এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ক্ষতি হওয়ার সাথে সাথে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে বিলম্ব না করে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানাবে;

(খ) ক্ষতি সংঘটিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ লিখিতভাবে বিমাকারীকে জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে খরচ বিমাগ্রহীতা বহন করবে।

(গ) বিমাকারী চাইলে বিমাগ্রহীতাকে দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও তথ্যাদিসহ একটি সংবিধিবদ্ধ ঘোষণা পেশ করতে হবে।

(ঘ) বিমাকারী বা তার প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংশপ্রাপ্ত সম্পদের দখল নিতে পারবে বা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে;

(ঙ) বিমাকারী বিমাকৃত সম্পত্তির দখল নিতে পারবে এবং সম্পত্তির হস্তান্তর গ্রহণ করতে পারবে;

(চ) বিমাকারী যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের দখল বজায় রাখতে এবং ব্যবহার করতে পারবে।

বিমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি কমাতে তার অধিকার সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করতে পারেন। আরও উল্লেখ্য যে, বিমা গ্রহীতা এ ধরনের কাজে বাধা দান করলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার অধিকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

অনেক সময় একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর নিকট বিমা করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ক্ষতি হলে সকল বিমাকারীকে অনুপাতিক হারে ক্ষতি প্রদানে অংশগ্রহণ করতে হয়। একাধিক বিমাকারীর সাথে বিমা করা হলে সহবিমাকারীগণ ক্ষতির অংশ আনুপাতিক হারে পূরণ করে দিবে। বিমাকৃত সম্পত্তির মোট বিমাকৃত অর্থের সাথে সব ক'টি বিমাপত্রের বিমাকৃত অর্থের যে অনুপাত হয় সব ক্ষতিকে সে অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেক বিমাকারীর ক্ষতির অংশ বের হয়ে যায়। নিম্নে বর্ণিত সূত্র অনুসারে তা নির্ণয় করা হয়ঃ

সহবিমাকারীর ক্ষতি পূরণের অংশ $= \text{ক্ষতি} \times \frac{\text{বীমাপত্রের অংশের পরিমাণ}}{\text{সকল বীমাপত্রের মোট অর্থের পরিমাণ}}$ যেমন- মনে করুন, জনাব শরিফ তার বাড়ি ও আসবাবপত্র "ক" কোম্পানির নিকট ৬০,০০০ টাকার বিমা করে এবং "খ" কোম্পানির নিকট শুধু বাড়ি ৩০,০০০ টাকা বিমা করে। অগ্নিকান্ডের ফলে জনাব শরিফের ৪০,০০০ টাকা পরিমাণ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১০,০০০ টাকা পরিমাণ আসবাবপত্র ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে বাড়ির ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ বণ্টিত হবে-

বাড়ির জন্য "ক" কোম্পানির অংশ গ্রহণ হবে $= ৪০,০০০ \times \frac{৬০,০০০}{৯০,০০০} = ২৬,৬৬৬.৬৭$ টাকা

বাড়ির জন্য "খ" কোম্পানির অংশ গ্রহণ হবে $= ৪০,০০০ \times \frac{৩০,০০০}{৯০,০০০} = ১৩,৩৩৩.৩৩$ টাকা

আর আসবাবপত্রের জন্য শুধু "ক" কোম্পানি দিবে ১০,০০০ টাকা

ফলে "ক" কোম্পানির দায় প্রদেয় ২৬,৬৬৬.৬৭ + ১০,০০০= ৩৬,৬৬৬.৬৭ টাকা

এবং "খ" কোম্পানির প্রদেয় ১৩৩৩৩.৩৩ টাকা।

পক্ষান্তরে আসবাবপত্রের ক্ষতিপূরণ প্রথম ধরা হলে ক্ষতিপূরণের অংশগ্রহণ হবে নিম্নরূপ–

আসবাব পত্রের জন্য "ক" কোম্পানির প্রদেয় ১০০০০ টাকা

এখন "ক" কোম্পানির অবশিষ্ট থাকল ৬০,০০০–১০,০০০

=৫০,০০০ টাকা

বাড়ির জন্য "ক" কোম্পানির দেয় $৪০,০০০ \times \frac{৫০,০০০}{৮০,০০০} = ২৫,০০০$ টাকা

বাড়ির জন্য "খ" কোম্পানির দেয় $৪০,০০০ \times \frac{৩০,০০০}{৮০,০০০} - ১৫,০০০$ টাকা।

তাহলে,

বাড়ির জন্য 'ক' কোম্পানির দিতে হয় মোট ১,০০০০+২৫,০০০০=৩৫,০০০/-

এবং 'খ' কোম্পানিকে দিতে হয় মোট = ১৫,০০০ টাকা।

শিক্ষার্থীর কাজ

সারসংক্ষেপঃ

একটি আদর্শ অগ্নি বিমাপত্রে যে সকল ব্যক্ত শর্ত ও শব্দাবলি থাকে বা ব্যবহৃত হয় তা হলো মিথ্যা বর্ণনাযুক্ত রদবদল, বর্জনসমূহ, বিমাদাবী, প্রতারণা, পুনঃস্থাপন, অগ্নিকান্ডের পর বিমাকারীর অধিকার, অংশগ্রহণ বন্টনগড়, স্থলাভিষিক্ততা, বিমাকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলি শর্তাবলি, সালিসি, ক্রেতার স্বার্থ ধারা, ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি। আর অব্যক্ত উহ্য শর্তাবলী হলো, সম্পত্তির বিদ্যমানতা, বিমাকৃত সম্পত্তি, বিমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, সনাক্ততা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. অগ্নি বিমায় অগ্নিকান্ডের পর বিমা গ্রহীতার ১ম পদক্ষেপ
   ক. তদন্ত
   খ. পুলিশকে জানানো
   গ. নোটিশ
   ঘ. দাবি পেশ

২. বিমাকারী দাবি পরিশোধের পদক্ষেপ নেয় কোন্‌টির উপর ভিত্তি করে?
   ক. তদন্ত রিপোর্ট
   খ. দাবী পেশ করে
   গ. প্রিমিয়াম পত্র
   ঘ. ওয়ারেন্টি

৩. নির্দিষ্ট বিমাপত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়-
   ক. বাজারমূল্যে
   খ. আংশিকভাবে
   গ. ক্ষতির সম্পূর্ণ
   ঘ. বিমাকৃত অংক

৪. অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতির হলে বিমাগ্রহীতার করণীয় হলো-
   i. বিমাকারীকে নোটিশ প্রদান
   ii. ক্ষতির তদন্তের ব্যবস্থা
   iii. ক্ষতির বিবরণীসহ দাবি পেশ
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অগ্নি বিমার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. অগ্নি বিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. অগ্নি বিমার ব্যক্ত বা অপরিহার্য উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৪. কোন বিষয় বস্তুর উপর কোন্ কোন্ ব্যক্তি বর্গের বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকে?
৫. অগ্নি বিমার অব্যক্ত / অপরিহার্য উপাদানগুলোর বর্ণনা দিন।
৬. বিভিন্ন প্রকার অগ্নি বিমার সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।
৭. অগ্নিজনিত ক্ষতি বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন প্রকার অগ্নিজনিত ক্ষতির বর্ণনা দিন।
৮. একটি আদর্শ অগ্নি বিমা পত্রের শর্ত ও ব্যবহৃত শব্দগুলোর বর্ণনা দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিনহায একটি বইয়ের দোকান দিয়ে এর বিমা করেন। দোকানটিতে সব মালপত্র এবং সামগ্রীর বিবেচনায় আনুমানিক একটি মূল্য নির্ধারিত হয় ৩ লক্ষ টাকা। কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন ইলেকট্রিক লাইন থেকে আগুন ধরে দোকানের সম্পূর্ণ মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত ঐ মুহূর্তে দোকানে অনেক কম মালামাল থাকায় মিনহায মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লোকসানের সম্মুখীন হন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তাকে ৩ লক্ষ টাকাই প্রদান করেন।

ক. বাংলাদেশে কত সালে সকল বিমা কোম্পানিকে জাতীয়করণ করা হয়?
খ. বাসস্থান বিমাকারীদের নিকট অগ্নি বিমার তাৎপর্য কীরূপ? ব্যাখ্যা দিন।
গ. উদ্দীপকে মিনহায কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. বিমা কোম্পানি মিনহাযকে কেন সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করলো? বিশ্লেষণ করুন।

২. পাভেল গার্মেন্টস সবসময় সুতি কাপড় উৎপাদন করে। কিন্তু অর্ডারের ভিত্তিতে প্রতি মাসেই তারা বিভিন্ন মূল্যের অন্যান্য বস্তুসামগ্রীও উৎপাদন করে। কাজেই সবদিক বিবেচনা করে গার্মেন্টসটি উভয় ধরনের পণ্যের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করলো। এক্ষেত্রে সবসময় উৎপাদিত থান কাপড়ের জন্য একটি সাধারণ বিমাপত্র এবং অতিরিক্ত পণ্যের জন্য একটি পৃথক বিমাপত্র গ্রহণ করতে হয়।

ক. বিমা দাবি নির্ধারণের সূত্রটি কী?
খ. শিল্পায়নে অগ্নি বিমার তাৎপর্য লিখুন।
গ. উদ্দীপকে পাভেল গার্মেন্টস কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছে? বর্ণনা করুন।
ঘ. গার্মেন্টসটির উক্ত বিমাপত্র গ্রহণ কী যথার্থ হয়েছে? মতামত দিন।

৩. আশরাফ সাহেব তার কসমেটিকসের দোকানের জন্য 'প্রত্যাশা ইন্সুরেন্স লি.এর একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলেন। ৪ বছর পর একটি অগ্নিকান্ডে দোকানের ৬০ শতাংশ পণ্য বিনষ্ট হলো। তিনি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২ লক্ষ টাকা পেলেন। কিন্তু তার দোকানের অক্ষত ৪০ শতাংশ পণ্য প্রত্যাশা ইন্সুরেন্স কোম্পানি উদ্ধার করে নিয়ে গেল। উক্ত সম্পদে আশরাফ সাহেবের কোনো প্রকার অধিকার ছিল না।

ক. অগ্নিঝুঁকি কত প্রকার?
খ. অগ্নি বিমায় বিমানযোগ্য স্বার্থ কী অপরিহার্য? ব্যাখ্যা দিন।
গ. আশরাফ সাহেব প্রত্যাশা ইন্সুরেন্স লিমিটেডের কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. আশরাফ সাহেব কেন অক্ষত সম্পদে কোনো দাবি রাখতে পারবেন না? মূল্যায়ন করুন।

৪. সোমা গার্মেন্টসের মালিক টিপু। গার্মেন্টসটির ব্যবস্থাপক মি. শরীফ। গার্মেন্টসটি অগ্নি বিমা করার জন্য শরীফ অরবিট-ইন্সুরেন্স লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করেন এবং নিজ নামে অগ্নি বিমাপত্র সংগ্রহ করতে চান। বিমা কোম্পানিটি মি. শরীফের সাথে বিমা চুক্তি না করে সোমা গার্মেন্টেসের সাথে বিমা চুক্তি করলো। কিছুদিন পর গার্মেন্টসে আগুন লেগে ৫০,০০০ টাকার কাপড় নষ্ট হয়ে গেল।

ক. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?
খ. অগ্নি বিমার পরিবর্তন ধারা ব্যাখ্যা করুন।
গ. অরবিট ইন্সুরেন্স লিমিটেড মি. শরীফের সাথে বিমা চুক্তি না করার কারণ কী? বর্ণনা করুন।
ঘ. সোমা গার্মেন্টস ক্ষতিপুরণ দাবি পেশ করলে কী ক্ষতিপূরণ পাবে? মতামত দিন।

৫. সিদ্দিক সাহেব তার বন্ধুর পরামর্শে বাসার নিরাপত্তার জন্য একটি অগ্নি বিমা করবেন বলে মনস্থির করলেন। একটি বিমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে বিমা গ্রহণের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কোম্পানি তাকে জানালো ফরম পূরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার পাশাপাশি তাকে চারিত্রিক সনদপত্রও প্রদান করতে হবে। সিদ্দিক সাহেব আশ্চর্য হয়ে এর প্রয়োজনীয়তা জানতে চাইলে বিমা কোম্পানির কর্মকর্তা তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন, কেন চারিত্রিক সনদ পত্র বিমা সংগ্রহের একটি অপরিহার্য অংশ।

ক. অগ্নি বিমা কখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে?
খ. অগ্নি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি– বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির চারিত্রিক সনদপত্র সংগ্রহের কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. এরূপ সনদ উক্ত বিমা কোম্পানিকে কোনো নিরাপত্তা দিবে বলে কী আপনি মনে করেন? মতামত দিন।

৬. জাহিদের একটি কাপড়ের মিল আছে। ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে হিংসার বর্শবর্তী হয়ে কিছু দুর্বৃত্ত তার মিলটিতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করল। এরপর ব্যর্থ হয়ে তারা জাহিদকে নানাভাবে হুমকি দিলে তিনি একটি অগ্নি বিমার জন্য বন্ধু প্রত্যয়ের কাছে পরামর্শ চাইলেন।
ক. অগ্নি বিমা কী?
খ. অগ্নি বিমা কখন কার্যকর হয়?
গ. উদ্দীপকে জাহিদ কোন্ ধরনের অগ্নিঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন? ব্যাখ্যা দিন।
ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে জাহিদের কীরূপ পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?

৭. সম্পদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ফরিদ সাহেব একটি বিমা গ্রহণ করলেন। বিমাপত্রটির মধ্যে তার একটি দোকান, তিনটি দোকান এবং একটি ফ্ল্যাটের বিমা করা হয়। আলাদাভাবে না করে একটি বিমার মাধ্যমেই তিনি তার সকল মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করাকে বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।
ক. ক্ষতিপূরণ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য কী?
খ. অগ্নি বিমা চুক্তি কখন কার্যকর হয়? ব্যাখ্যা দিন।
গ. উদ্দীপকে ফরিদ সাহেব কোন্ ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. ফরিদ সাহেবের উক্ত বিমা গ্রহণের যৌক্তিকতা নিরূপণ করুন।

৮. পুরানো ঢাকায় কামাল সাহেবের দুইটি কেমিক্যালের কারখানা আছে। তিনি আশা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে একটি অগ্নি বিমা করলেন। কয়েক মাস পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তার ১টি কারখানা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তিনি আশা ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী?
খ. অগ্নিকাণ্ডের প্রাকৃতিক ঝুঁকিগুলো কী কী?
গ. উদ্দীপকের কামাল সাহেবকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে ইন্সুরেন্স কোম্পানির করণীয় কী? বিশ্লেষণ করুন।

৯. জামান সাহেবের একটি প্লাস্টিকের কারখানা অগ্নিসংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। আগে থেকে মুল্য নির্ধারিত না থাকায় জামান সাহেবকে তার ক্ষতিগ্রস্ত মালামালের বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি অর্থ প্রদান করলো। কিন্তু এক্ষেত্রে জামান সাহেব অর্থপ্রাপ্তির পূর্বে সম্পত্তির দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য ছিলেন।
ক. অগ্নি বিমার পক্ষ কয়টি?
খ. জাতীয় সম্পদ রক্ষায় অগ্নি বিমার ভুমিকা লিখুন।
গ. উদ্দীপকে জামান সাহেব কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. জামান সাহেবের উক্ত বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.খ	৫.খ	৬.ক	৭.খ	৮.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২ :	১.ঘ	২.ক	৩.ক	৫.ক	৬.ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩ :	১.ঘ	২.খ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪ :	১.ঘ	২.ক	৩.ঘ	৪.খ				